

# কুরআনের কাঠামোগত সৌন্দর্য

হোমায়রা আফিয়া



IFFAH  
PUBLICATIONS



## সূচিপত্র

### অধ্যায় ১

|              |    |
|--------------|----|
| ভূমিকা ..... | ১৩ |
|--------------|----|

### অধ্যায় ২

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| কুরআনের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ..... | ১৯ |
| ১. সূরা আল-ফাতিহা .....                  | ২৭ |

### অধ্যায় ৩

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| জুয তাবারক (২৯ তম পারা) .....           | ৪৮  |
| ৬৭. সূরা আল-মুলক .....                  | ৪৮  |
| ৬৮. সূরা আল-কলাম .....                  | ৭১  |
| ৬৯. সূরা আল-হাক্কাহ .....               | ৮৪  |
| ৭০. সূরা আল-মা'আরিজ .....               | ৮৮  |
| ৭১. সূরা নূহ .....                      | ৯৩  |
| ৭২. সূরা আল-জিন .....                   | ৯৭  |
| ৭৩. সূরা আল-মুযাশ্শিল .....             | ১০১ |
| ৭৪. সূরা আল-মুদাসসির .....              | ১০৮ |
| জোড়া সূরা : মুযাশ্শিল ও মুদাসসির ..... | ১১৩ |
| ৭৫. সূরা আল-কিয়ামাহ .....              | ১১৭ |
| ৭৬. সূরা আল-ইনসান .....                 | ১২০ |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| জোড়া সুরা : ক্বিয়ামাহ ও ইনসান ..... | ১২৮ |
| ৭৭. সুরা আল-মুরসালাত.....             | ১৩২ |

## অধ্যায় ৪

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| জুয 'আম্মা (৩০ তম পারা) .....         | ১৩৭ |
| ৭৮. সুরা আন-নাবা.....                 | ১৩৭ |
| ৭৯. সুরা আন-নাযি'আত.....              | ১৪২ |
| জোড়া সুরা : নাবা ও নাযি'আত .....     | ১৪৭ |
| ৮০. সুরা আবাসা.....                   | ১৫০ |
| ৮১. সুরা আত-তাকভীর.....               | ১৫৯ |
| জোড়া সুরা : আবাসা ও তাকভীর.....      | ১৬৬ |
| ৮২. সুরা আল-ইনফিত্বার.....            | ১৬৮ |
| ৮৩. সুরা আল-মুত্তাফফিফীন .....        | ১৭১ |
| ৮৪. সুরা আল-ইনশিকাক .....             | ১৭৫ |
| জোড়া সুরা : ইনফিত্বার ও ইনশিকাক..... | ১৭৮ |
| ৮৫. সুরা আল-বুরুজ .....               | ১৮০ |
| ৮৬. সুরা আত-ত্বারিক .....             | ১৮৪ |
| ৮৭. সুরা আল-আ'লা .....                | ১৯১ |
| ৮৮. সুরা আল-গাশিয়াহ.....             | ১৯৬ |
| জোড়া সুরা : আ'লা ও গাশিয়াহ.....     | ২০০ |
| ৮৯. সুরা আল-ফাজর.....                 | ২০২ |
| ৯০. সুরা আল-বালাদ.....                | ২০৮ |
| ৯১. সুরা আশ-শামস .....                | ২১৩ |
| ৯২. সুরা আল-লাইল.....                 | ২১৫ |
| জোড়া সুরা : শামস ও লাইল.....         | ২১৯ |
| ৯৩. সুরা আদ-দুহা.....                 | ২২২ |

৯৪. সূরা আশ-শারহ (ইনশিরাহ) ..... ২২৫

**জোড়া সূরা : দুহা ও ইনশিরাহ ..... ২২৯**

৯৫. সূরা আত-তীন ..... ২৩৪

৯৬. সূরা আল-‘আলাক ..... ২৩৭

৯৭. সূরা আল-কদর ..... ২৩৯

৯৮. সূরা আল-বাইয়িনাহ ..... ২৪২

৯৯. সূরা আয-যালযালাহ (যিলযাল) ..... ২৪৫

১০০. সূরা আল-‘আদিয়াত ..... ২৪৭

**জোড়া সূরা : যিলযাল ও ‘আদিয়াত ..... ২৪৯**

১০১. সূরা আল-করি‘আহ ..... ২৫২

১০২. সূরা আত-তাকাহুর ..... ২৫৫

**গ্রুপ সূরা (৯৯-১০২) : সূরা যিলযাল থেকে তাকাহুর ..... ২৫৮**

১০৩. সূরা আল-আসর ..... ২৬১

১০৪. সূরা আল-হুমাযাহ ..... ২৬৪

১০৫. সূরা আল-ফীল ..... ২৬৬

১০৬. সূরা কুরাইশ ..... ২৬৮

**জোড়া সূরা : ফীল ও কুরাইশ ..... ২৭০**

১০৭. সূরা আল-মা‘উন ..... ২৭৩

১০৮. সূরা আল-কাউসার ..... ২৭৫

**জোড়া সূরা : মা‘উন ও কাউসার ..... ২৭৭**

১০৯. সূরা আল-কাফিরান ..... ২৮০

১১০. সূরা আন-নাসর ..... ২৮৫

১১১. সূরা আল-মাসাদ (লাহাব) ..... ২৮৮

১১২. সূরা আল-ইখলাস ..... ২৯২

১১৩. সূরা আল-ফালাক ..... ২৯৬

১১৪. সূরা আন-নাস ..... ৩০০

## ১০ ♦ কুরআনের কাঠামোগত সৌন্দর্য

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| জোড়া সুরা : ফালাক ও নাস .....                 | ৩০৪ |
| গ্রুপ সুরা (১০৫-১১৪) : সুরা ফিল থেকে নাস ..... | ৩০৬ |
| জোড়া সুরা : ফাতিহা ও নাস .....                | ৩১৩ |
| সুরা ফাতিহা ও চার কুল .....                    | ৩২০ |

### অধ্যায় ৫

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| সুরাগুলোর পারস্পরিক সংযোগ (মুনাসাবাহ) .....             | ৩২৩ |
| ২৯ পারার সুরাগুলোর পারস্পরিক সংযোগ (Logical Flow) ..... | ৩২৫ |
| ৩০ পারার সুরাগুলোর পারস্পরিক সংযোগ (Logical Flow) ..... | ৩২৯ |
| “মুনাসাবাহ” এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ .....                   | ৩৪১ |

### অধ্যায় ৬

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| থিম্যাটিক গ্রুপ ..... | ৩৪৪ |
|-----------------------|-----|

### অধ্যায় ৭

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| থিম্যাটিক চেইন (সুরা ফাজর থেকে নাস) ..... | ৩৪৮ |
|-------------------------------------------|-----|

### অধ্যায় ৮

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| কুরআনের সামগ্রিক বৃত্তাকার কাঠামো ..... | ৩৫১ |
| শেষ কথা .....                           | ৩৬৪ |
| গ্রন্থপঞ্জি .....                       | ৩৬৭ |



## লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর, যিনি আমাকে মুসলিম হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন এবং সত্য উপলব্ধির তাওফিক দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত হেদায়াত ও পরিপূর্ণ আদর্শ।

এই বই লেখার পেছনের অনুপ্রেরণার সূচনা হয় আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা থেকে। যখন আমি প্রথম সচেতনভাবে কুরআন নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি, তখন সত্যি বলতে আমি খেই হারিয়ে ফেলতাম। বিশেষ করে শুরুতেই সূরা আল-ফাতিহার পর দীর্ঘতম সূরা আল-বাকারা আসায় এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের বিচিত্র আলোচনা থাকায় আমার কাছে পুরো কাঠামোটি কিছুটা জটিল মনে হতো। তখন একটি প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই আসতো—আচ্ছা, কুরআন তো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ধাপে ধাপে নাজিল হয়েছে (chronologically), তাহলে আজ আমরা যে বিন্যাসে কুরআনকে দেখি, এটি আসলে কীভাবে সাজানো হলো? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গভীর হিকমাহ ও নিখুঁত নকশা (divine design) রয়েছে, কিন্তু কী সেটা? কুরআনকে তো আল্লাহ বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছেন তাহলে আমার কাছে কেন কঠিন লাগছে?

আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে থাকি, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একদিন হঠাৎ একজন শায়েখের কথা আমার অন্তরে নাড়া দেয়, তিনি বলছিলেন—“The Qur’an is not randomly organized.” এই কথাটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই আছে, হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এই চিন্তা থেকে আরও গভীর মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকি। ধীরে ধীরে, আলহামদুলিল্লাহ, কুরআনের বিশাল জ্ঞানভান্ডারের দরজা আমার সামনে উন্মুক্ত হতে শুরু করে।

## ১২ ❖ কুরআনের কাঠামোগত সৌন্দর্য

যতই গভীরে যেতে থাকি, ততই বিস্মিত হই—প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত যেন সুপরিকল্পিত এক মহাসংগঠনের অংশ। আমি উপলব্ধি করি, যেভাবে মহাবিশ্বের প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাপ ও ভারসাম্যের সাথে সঠিক স্থানে স্থাপিত, ঠিক তেমনি কুরআনের প্রতিটি আয়াতও অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় নিজ নিজ জায়গায় বসানো। এতে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই; বরং রয়েছে এক অনন্য গঠনগত সৌন্দর্য।

আরও লক্ষ্য করি, মহাবিশ্বের সবকিছুকেই যেমন আল্লাহ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, তেমনি কুরআনের বহু সূরার মধ্যেও এক ধরনের পারস্পরিক জোড়ার সম্পর্ক দেখা যায়। এই বিষয়গুলো আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেয়। বহুদিন ধরে এই আগ্রহ থেকেই আমি কুরআনের গঠন, কাঠামোগত সংহতি এবং থিমগত সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে পড়াশোনা ও বিশ্লেষণ করেছি।

এই অধ্যয়নের মাধ্যমে আমি নিজেই গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি। তাই কুরআনের এই অসাধারণ গঠনগত বিন্যাস—যা শুধু অর্থে নয়, কাঠামোতেও অনন্য—অন্যদের সামনে সহজভাবে তুলে ধরতে চাই, যেন তারাও এই সৌন্দর্য ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে। এই চিন্তা থেকেই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা পাই।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো যখন আমি কুরআনের কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করতে চাচ্ছিলাম তখন বাংলায় কোন রিসোর্স খুঁজে পাইনি। তাই আপনি যদি আমার মত কুরআনের গঠনশৈলী জেনে অভিভূত হতে চান এবং চিন্তা ভাবনা করতে চান তাহলে এই বইটি হতে পারে আপনার জন্য একটি দারুণ রিসোর্স।

প্রিয় পাঠক, এই বইটি সচরাচর একাডেমিক খাঁচের হবে না। আমি যেভাবে কুরআনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছি তা আমার ভাষায় আপনাকে বোঝাতে চাই।



## অধ্যায় ১

# ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

“তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে অনেক অসংগতি পেত।”

[সূরা আন-নিসা (৪), আয়াত ৮২]

“এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—প্রজ্ঞাময়, সর্বস্ত সত্তার পক্ষ থেকে।”

[সূরা হূদ (১১), আয়াত ১]

আমরা সাধারণত কুরআনকে আয়াত ও সূরার সমষ্টি হিসেবে পড়ি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি—এই আয়াতগুলো কি কেবল ধারাবাহিকভাবে সাজানো, নাকি এর পেছনে রয়েছে এক গভীর, সুপরিকল্পিত নকশা?

একটি ভবন কখনো এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে যায় না। প্রতিটি ইট, প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি কক্ষ একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অংশ। কোথায় ভিত্তি হবে, কোথায় দরজা, কোথায় সিঁড়ি, কোথায় ছাদ—সবকিছু পূর্বনির্ধারিত নকশা অনুযায়ী স্থাপন করা হয়। একটি ইটও যদি ভুল জায়গায় বসানো হয়, পুরো কাঠামোর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কুরআনের আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও কি একই কথা সত্য?

প্রথম দৃষ্টিতে কুরআনের কিছু সূরা অনেকের কাছে বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমষ্টি মনে হতে পারে। কখনো আইন, কখনো কাহিনি, কখনো উপদেশ, কখনো যুদ্ধ, কখনো জালাত-জাহান্নামের আলোচনা—বিষয় যেন হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষত দীর্ঘ সূরাগুলো পড়ার সময় অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে:

“এগুলোর মধ্যে কি সত্যিই কোনো কাঠামোগত সম্পর্ক আছে?”

কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এই বৈচিত্র্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য, সুস্পষ্ট বিন্যাস এবং অলৌকিক গঠনশৈলী।

এই বইয়ে আমরা কুরআনের সেই কাঠামোগত সৌন্দর্যের কিছু দিক অন্বেষণ করার চেষ্টা করব। কুরআনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার একটি আমন্ত্রণ—একটি আহ্বান, যেন আমরা কুরআনকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বরং গভীরভাবে চিন্তা করি, তার গঠন, সৌন্দর্য ও অলৌকিক সামঞ্জস্য নিয়েও ভাবি। প্রথমেই আমাদের যে বিষয়গুলো জানতে হবে :

## কুরআনের সুসংগঠিত বিন্যাস বলতে কী বোঝায়?

কুরআনের সুসংগঠিত বিন্যাসকে আরবিতে “নাজম” (نظم) (Nazm) বলে। এর অর্থ গাঁথুনি, শৃঙ্খলা বা সুবিন্যস্ত গঠন। নাজম বলতে বোঝায়—কুরআনের আয়াত ও সুরাগুলোর এমন সুসংগঠিত বিন্যাস, যেখানে প্রতিটি অংশ অর্থগতভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো তৈরি করে। যেমন, মালার প্রতিটি দানা আলাদা হলেও একটি সুতোয় গাঁথা থাকার কারণে তা একটি সম্পূর্ণ ও আকর্ষণীয় মালায় রূপ নেয়। ঠিক তেমনি কুরআনের আয়াতগুলো পৃথকভাবে নাজিল হলেও অর্থ, ভাব ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

নাজম কেবল শব্দের বিন্যাস নয় বরং পুরো একটি সুরা যেভাবে সাজানো—আয়াতগুলোর সম্পর্ক, সুরার ভেতরের কাঠামো, মূল থিম, অংশগুলোর বিন্যাস—সব মিলিয়ে বড়ো চিত্র তুলে ধরে। নাজম মূলত একটি অর্থবহ ও সামগ্রিক বিন্যাস।

## কেন কুরআনের গঠন ও সংগঠন জানা জরুরি?

কুরআনের বিন্যাস বোঝা শুধু একটি তাত্ত্বিক বিষয় নয়; এটি কুরআনের বার্তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয় নিচের দিকগুলো থেকে—

(১) আল্লাহ সর্বোত্তম বক্তা, আর কুরআন তার বাণী—তাই এর ভাষা ও বিন্যাস উভয়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও নিখুঁত।

(২) বিশ্বজগত যেমন নির্দিষ্ট নিয়ম ও ভারসাম্যের অধীনে পরিচালিত, কুরআনও তেমনি একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো অনুসরণ করে।

(৩) অনেকের কাছে কুরআন এলোমেলো মনে হলেও, বাস্তবে এটি একটি সুপরিকল্পিত রচনা-ধারা ও থিম্যাটিক সংযোগের ভিত্তিতে সাজানো।

(৪) সুরাগুলোর বর্তমান বিন্যাস আকস্মিক নয়; বরং এতে পাঠককে ধাপে ধাপে শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা রয়েছে।

(৫) আয়াত ও সুরার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা তাফসিরকে সহজ ও গভীর করে, এবং কুরআন দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যার পথ খুলে দেয়।

(৬) কুরআন পড়ার সময় মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, কারণ পাঠক তখন প্রতিটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পায়।

(৭) একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কেন হয়েছে—তা বোঝা সহজ হয়, কারণ এগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও গঠনগত উদ্দেশ্যে এসেছে।

(৮) Ring Structure, Parallel Structure ইত্যাদি বোঝার মাধ্যমে কুরআনের আলংকারিক সৌন্দর্য ও গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

(৯) দাওয়াহ বা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে, কারণ গঠনভিত্তিক ব্যাখ্যা মানুষকে সহজে প্রভাবিত করে।

(১০) যারা কুরআনকে অসংগঠিত মনে করে তাদের ভুল ধারণা দূর করে।

(১১) কুরআনের মূল বার্তা ও কেন্দ্রীয় থিম চিহ্নিত করা সহজ হয়, ফলে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো স্পষ্টভাবে সামনে আসে।

(১২) ব্যক্তিগত তদাববুর (গভীর চিন্তা) বৃদ্ধি পায়, কারণ পাঠক শুধু পড়েই না—বরং সংযোগ ও অর্থ নিয়ে ভাবতে শেখে।

কুরআনের গঠন বোঝা মানে শুধু তথ্য জানা নয়; বরং এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, যার মাধ্যমে কুরআনের বার্তা আরও সুস্পষ্ট, গভীর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।



## অধ্যায় ২

# কুরআনের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

কুরআন তিলাওয়াত, অনুবাদ, তাফসির সবই তো মোটামুটি পড়া হয়েছে কিন্তু এর গঠনগত বিন্যাস সম্পর্কে জানি কি? কুরআনের গাঠনিক বিন্যাস আসলে কেমন?

কুরআনের গঠন অত্যন্ত সুসংগঠিত ও অর্থবহ। এর আয়াত ও সুরাগুলো একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। এই গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত কয়েকভাবে প্রকাশ পায়—

১. **রিং স্ট্রাকচার** : সুরার শুরু ও শেষ একে অপরের প্রতিফলন, আর মাঝখানে থাকে কেন্দ্রীয় বার্তা।
২. **সমান্তরাল কাঠামো** : সুরার ভেতরে বিভিন্ন অংশ বা আয়াত এমনভাবে সাজানো থাকে, যেখানে একই ধরনের ভাব, শব্দ, বা বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিল বা প্রতিফলন তৈরি করে।
৩. **জোড়া সুরা** : কিছু সুরা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং একই বিষয়কে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করে।
৪. **মুনাসাবাহ** : একটি সুরার শেষ আয়াত বা অংশ পরের সুরার শুরুর সাথে যে সম্পর্ক বা মিল রাখে—এই মিলটাই মুনাসাবাহ।
৫. **থিম্যাটিক গ্রুপ** : কয়েকটি সুরা মিলে একটি নির্দিষ্ট থিম বা বিষয়ের চারপাশে গঠিত হয়।
৬. **ধারাবাহিক বার্তা** : কুরআনের বিন্যাস পাঠককে ধাপে ধাপে শিক্ষা ও উপলব্ধির দিকে এগিয়ে নেয়।

২০ ♦ কুরআনের কাঠামোগত সৌন্দর্য

এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে, কুরআনের গঠন এলোমেলো নয়; বরং গভীরভাবে পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল।

এই বইয়ে আমরা মূলত ২৯তম ও ৩০তম পারার সুরাগুলোর মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

## Ring Structure (বৃত্তাকার গঠন) ব্যাখ্যা

কুরআনের অধিকাংশ সুরায় একটি বিশেষ ধরনের গঠন দেখা যায়, যাকে বলা হয় Ring Structure বা বৃত্তাকার বিন্যাস। এতে সুরার শুরু ও শেষের বিষয় একে অপরের সঙ্গে মিল থাকে, আর মাঝখানে থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কেন্দ্রীয় বার্তা (Center)। বাকি সব অংশ এই কেন্দ্রীয় বার্তাকে ঘিরে সাজানো হয়। অর্থাৎ, একটি সুরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সাপেক্ষে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে প্রথম অংশ শেষ অংশের সাথে, দ্বিতীয় অংশ শেষ থেকে দ্বিতীয় অংশের সাথে এভাবে যুক্ত হয়ে একটি মিরর বা আয়নার মতো কাঠামো তুলে ধরে।

সহজভাবে বললে, এখানে বর্ণনাগুলো একটি চক্রাকার বা বৃত্তাকার পথে সাজানো থাকে। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো : বর্ণনার শুরু এবং শেষ একই বিন্দুতে মিলে যায় এবং ঠিক মাঝখানে একটি কেন্দ্রীয় বার্তা (Central Theme) থাকে।

রিং স্ট্রাকচারের বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে যেমন : Ring Composition (বৃত্তাকার রচনা/বৃত্তাকার গঠন/বৃত্তাকার কাঠামো), Chiastic Structure/Chiasm (প্রতিসম গঠন), Mirror Structure/Mirror Composition (আয়নার মতো গঠন/প্রতিফলিত গঠন), Concentric Structure (কেন্দ্রাভিমুখী বৃত্তাকার গঠন) সবগুলো মূলত একই। সাধারণভাবে এই কাঠামোটি এমন হয়ঃ

$$A \rightarrow B \rightarrow X \rightarrow B' \rightarrow A'$$

এখানে **A** এবং **A'** এর বিষয়বস্তু এক। **B** এবং **B'** এর বিষয়বস্তু এক। **X** হলো এই কাঠামোর কেন্দ্র বা মূল বার্তা। একে কেন্দ্রীয় অংশ(Center) বা কেন্দ্রবিন্দু(Pivot) বলে আর বাকি অংশগুলো একে অপরের প্রতিফলন বা মিল (Symmetry)।